97

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...1.9 AUG 1994 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পদ খালি

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বিভিন্নভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

কর্তৃপক্ষীয় এক হিসাবে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদিত শিক্ষকের পদ রয়েছে এক হাজার তিন শ' চৌদ্দটি। কিন্তু এসব পদে বর্তমানে শিক্ষক আছেন ৯শ' ৫৫ জন। মোট খালি রয়েছে তিন শ' ৫৯টি পদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ রয়েছে তিন শ' ৪২টি। এ পদে শিক্ষক আছেন তিন শ' ৭ জন। খালি রয়েছে ৩৫টি পদ। সহযোগী অধ্যাপকের অনুমোদিত পদ রয়েছে তিন শ' ৩৭টি। বর্তমানে এ পদে শিক্ষক রয়েছেন দু'শ' ৫৭ জন। এ ক্ষেত্রে ৮০টি পদ খালি। সর্বাধিক শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে সহকারী অধ্যাপক পদে। এখানে একশ ২২টি পদ খালি। অনুমোদিত তিন শ' ২৯টি পদের মধ্যে দু'শ' ৭ জন শিক্ষক রয়েছেন এ ক্ষেত্রে। লেকচারার পদের ক্ষেত্রে খালি পদের সংখ্যা প্রায় সহকারী অধ্যাপকের মত। এ ক্ষেত্রে দু'শ'

(৪–এর পৃঃ ৬–এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

৬৮টি অনুমোদিত পদের মধ্যে বর্তমানে শিক্ষক রয়েছেন এক শ' ৪৯ জন। খালি রয়েছে একশ' ১৯টি পদ। অনুমোদিত পদ ও বর্তমান পদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পার্থক্য কম খণ্ডকালীন শিক্ষক পদে। এ ক্ষেত্রে অনুমোদিত ৩৮টি পদের মধ্যে ৩৫টি পদ পূর্ণ রয়েছে। মাত্র ৩টি পদ খালি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের বেতন বাবদ বর্তমান ১৯৯৪–৯৫ অর্থ বছরে ১৫ কোটি ৮৭ লাখ ২৩ হাজার ৪৪৪ টাকা বরাদ্দ করেছে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট বাজেটের শতকরা ২৭ দশমিক ৩৮ ভাগ। গত ৯৩–৯৪ অর্থবছরে শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৪ কোটি ৭ লাখ সত্তর হাজার দু'শ' ৬১ টাকা, যা ছিল মোট বরাদ্দের শতকরা ২৬ দশমিক ৯৩ ভাগ। শিক্ষকদের জন্য বেতন বরাদ্দ বাড়লেও বিদেশে অবস্থানরত অনেক শিক্ষক ঘরমুখো হচ্ছেন না বলে একজন শিক্ষক জানান।

একজন দায়িত্বশীল শিক্ষক বলেন, অনেক বিভাগের শিক্ষকদের স্বল্পতার কারণে যথা সময়ে কোর্স সমাপ্ত করা যায় না। একই কারণে উত্তরপত্র পরীক্ষণ ও ফল প্রকাশে দেরি হয়। সেশনজটের এটিও একটি অন্যতম কারণ বলে তিনি জানান। তবে সব শিক্ষক যে সমানভাবে দায়িত্ব পালন করছেন, সে কথাও বলা যাবে না। খালিপদ সম্পর্কে প্রো–ভাইস চ্যান্সেলর ওয়াকিল আহমেদ বলেন, আসলে অনেক সময় শিক্ষকরা বিদেশ গিয়ে আর ফেরত আসেন না। তাছাড়া অনেক বিভাগ অনুমোদিত সব পদ পূরণ না করেও যদি শিক্ষাকার্যক্রম চালাতে পারে তাহলে তারা বিজ্ঞপ্তি দেন না। ফলে, এরকম কিছু পদ খালি থেকে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধা নিয়ে বিদেশে ডিগ্রী নিতে গিয়ে যেসব শিক্ষক আর দেশে ফিরেন না, তাদের সম্পর্কে প্রো–ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, অনুমোদিত সময় শেষেও যেসব শিক্ষক দেশে ফিরছেন না তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে। তবে পাঁচ ছয় বছর পর্যন্ত আমরা ছাড় দিয়েছি। অনেককে ২ থেকে ৩ মাসের জন্য কাজে যোগদানের চূড়ান্ত সময় দেয়া হয়েছে। এরা যোগদান না করলে তাদের চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে। বর্তমানে এ অবস্থায় অনেক শিক্ষক রয়েছেন। অচিরেই সিন্ডিকেট বৈঠকে এদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।